দৈনিক ইত্তেফাক

FEB. 12 2001

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪.....

দুই বৎসরে সাক্ষরতার হার

৭ ভাগ বৃদ্ধি

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ সারাদেশে ১৫ বৎসর হইতে তদূর্ধ্ব সাক্ষরতার হার ৫৮ দশমিক ২০ এবং ৭ বৎসর হইতে তদূর্ধ্ব সাক্ষরতার হার ৬৫ দশমিক ৫। ২ বৎসরের মধ্যে সার্বিক সাক্ষরতার হার শতকরা ৭ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। রবিবার নগরীর একটি হোটেলে শিশু শিক্ষা ও সাক্ষরতা জরীপ ১৯৯৯ প্রকাশ উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানে এই তথ্য প্রকাশ করা হইয়াছে। শিক্ষামন্ত্রী এএসএইচকে সাদেক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরীবিক্ষণ ইউনিট-বেনবেইস আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের প্রতিমন্ত্রী সতীশ চন্দ্র রায়, গণশিক্ষা সচিব আব্দুল মতিন খান বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। ইউএনডিপির প্রতিনিধি হেনা মুখার্জি, ইউনেসকোর পরিচালক আনসার আলী খান, গোপাল চন্দ্র সেন, প্রফেসর আব্দুর রশিদ, প্রফেসর আব্দুস সালাম প্রমুখ বক্তৃতা করেন। সভাপতিত্ব করেন শিক্ষা সচিব ডঃ সাদত হোসাইন।

(১৫শ পৃঃ ৭-এর কঃ দ্রঃ)

সাক্ষরতার হার

(প্রথম পৃঃ পর)

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকার শিক্ষার মান উন্নয়নে ব্যাপক পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছে। দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে উন্নতমানের শিক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য তিনি শিক্ষাবিদ, অভিভাবক, নীতি নির্ধারকসহ সকল মহলের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করিয়াছেন।

জরীপ প্রতিবেদনে বলা হইয়াছে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত সারাদেশে শিশু (৬-১০) ভর্তির গ্রস হার ৯৫ দশমিক ৭৬। বালিকা ভর্তির (৬-১০) গ্রস হার ৯৫ দশমিক ২২। অন্যদিকে শিশু ভর্তির নেট হার ৮৬ দশমিক ৪। এবং বালিনা ভর্তির নেট হার ৮৫ দশমিক ৯২। সর্বোচ্চ নেট ভর্তির হার ৯৮ দশমিক ৮০ ঝালকাঠির রাজাপুরে। সর্বোচ্চ গ্রস ভর্তির হার ১৪০ দশমিক ৮৩ কুড়িগ্রামের ফুলবাড়িতে। সর্বনিম্ন নেট ভর্তির হার ৪৪ দশমিক ৯০ কক্সবাজারের টেকনাফে। সর্বনিম্ন গ্রস ভর্তির হার ৫৮ দশমিক ৮৩ কিশোরগঞ্জের ইটনায়। সর্বোচ্চ বয়স্ক (১৫ বৎসর+) শিক্ষার হার ৮৯ দশমিক ১৯ ঢাকার মিরপুরে। সর্বোচ্চ সার্বিক (৭ বৎসর+) শিক্ষার হার ৮৯ দশমিক ৯০ ঢাকার ডেমরা, তেজগাঁও, টাঙ্গাইলের মির্জাপুর ও গাইবান্ধার সাদুল্যাপুরে। সর্বনিম্ন বয়স্ক (১৫ বৎসর+) শিক্ষার হার ২০ দশমিক ৩০ কিশোরগঞ্জের নিকলিতে। সর্বনিম্ন সার্বিক (৭ বৎসর+) শিক্ষার হার ২৫ দশমিক ৮০ কিশোরগঞ্জে।